

# এইচ এস সি বাংলা ব্যাকরণ

## ব্যাকরণ-৩০ নম্বর

### অধ্যায় ১: ভাষা ও ব্যাকরণ

প্রশ্ন : ভাষা কাকে বলে? বাংলা ভাষার কয়টি রূপ ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর : ভাষা : বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির মাধ্যমে মানুষের মনোভাব প্রকাশ করাকে 'ভাষা' বলে।

বাংলা ভাষার প্রকারভেদ-

প্রতিটি সচল ও শূন্য ভাষার মতো বাংলা ভাষারও দুটো রূপ :

(ক) মৌখিক ও (খ) লৈখিক।

মৌখিক ভাষার আবার দুটো রূপ :

(ক) মান মৌখিক ভাষা ও (খ) আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা।

লৈখিক ভাষারও দুটো রূপ :

(ক) সাধু ভাষা ও (খ) চলিত ভাষা।

(ক) মান মৌখিক ভাষা : পরিমার্জিত ও সার্বজনীন মৌখিক ভাষাকে 'মান মৌখিক ভাষা' বলে।

(খ) আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা-বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যরীতির ভাষা আঞ্চলিক মৌখিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত।

(ক) সাধু ভাষা : যে ভাষা প্রধানত তৎসম শব্দবহুল, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদসমূহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অনেকটা গুরুগম্ভীর ও কৃত্রিম তাকেই সাধু ভাষা বলে।

(খ) চলিত ভাষা : অ-তৎসম শব্দবহুলতা, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ তাকেই চলিত ভাষা বলে।

প্রশ্ন : সাধু ও চলিত ভাষার মৌখিক পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[কু. ০০, সি. ০৪, ০৭]

উত্তর : সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য :

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
১। বাংলা লেখ্য সাধুরীতি ও সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে।	১। চলিত ভাষারীতি পরিবর্তনশীল।
২। সাধু ভাষার পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।	২। চলিত ভাষারীতি তড়ব শব্দবহুল।
৩। সাধু ভাষারীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী।	৩। চলিত ভাষারীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় বিশেষ উপযোগী।
৪। সাধু ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে।	৪। চলিত ভাষারীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য।
৫। সাধু ভাষা মার্জিত ও সর্বজনবোধ্য কিন্তু বহুলাংশে কৃত্রিম।	৫। চলিত ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিময়।
৬। সাধু ভাষা তৎসম শব্দবহুল।	৬। চলিত ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপ সংক্ষিপ্ত।

জেনে রাখা ভাল :

প্রশ্ন : বাংলা লিপি কোন লিপি থেকে এসেছে?

উত্তর : ব্রাহ্মীলিপি।

প্রশ্ন : ব্রাহ্মীলিপির কোন রূপ থেকে বাংলা এসেছে?

উত্তর : কুটিল রূপ থেকে।

প্রশ্ন : বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : ইন্দো-ইউরোপীয়।

## ব্যাকরণ

প্রশ্ন : ব্যাকরণ কাকে বলে? ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

[ঢা. কৃ. ০০, ১০, চ. ০১, রা. ০২, ঘ. ০৪, ব. ০৫]

উত্তর : ব্যাকরণ (বি+আ+কৃ+অন) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের মৌল প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও তার প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ‘ব্যাকরণ’ বলে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ১৮৯০-১৯৭৭), “যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ-করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুম্বরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।”

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভাষা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(ক) ব্যাকরণকে বলা হয় ভাষার সংবিধান, সুতরাং ভাষার মৌলিক স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ব্যাকরণ পাঠ অত্যাৱশ্যক।

(খ) একটি ভাষার সামগ্রিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠ অপরিহার্য।

(গ) ব্যাকরণ পাঠের মধ্য দিয়ে একটি ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

(ঘ) ব্যাকরণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে ভাষা ব্যবহারে বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অসম্ভব।

(ঙ) একটি ভাষার উপযুক্ত প্রয়োগবিধি কেবল সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠের মধ্য দিয়েই অর্জন করা যায়।

(চ) সাহিত্যের সামগ্রিক রস আশ্বাদনের জন্য ব্যাকরণ পাঠ অপরিহার্য।

(ছ) ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

প্রশ্ন : “ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ”-আলোচনা করো।

[রা. ০০, ঘ. ০২, চ. ০৬, কৃ. ০৭, সি. ০৮, ০১]

অথবা, “ব্যাকরণ ভাষাকে চলতে নির্দেশ দেয় না কিংবা শাসন করে না, বরং ভাষাই ব্যাকরণকে শাসন করে বা চলতে নির্দেশ দেয় কিংবা ব্যাকরণ ভাষার বর্ণনা করে মাত্র।”-আলোচনা করো।

অথবা, ‘ভাষা ব্যাকরণ অনুসরণ করে না, ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে।’-আলোচনা কর। [চ. ০২, ঘ. ০৩]

অথবা, “ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না নির্মাণও করে না, তবু ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না।”- বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। [ব. ০১, সি. ০২]

উত্তর : ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম বা চতুর্থ শতকের বিখ্যাত মনীষী পাগিনি ‘অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ’ নামে প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। পরবর্তীকালে পাগনিকে অনুসরণ করে বিভিন্ন ধারার ব্যাকরণ রচিত হয়েছে।

ব্যাকরণ (বি+আ+কৃ+অন) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

মুনীর চৌধুরীর মতে : “যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।”

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে : “যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুম্বরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।”

ব্যাকরণ হলো ভাষার সংবিধান। ভাষাকে কেন্দ্র করেই ব্যাকরণের সৃষ্টি। ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও তার গতি-প্রকৃতি ব্যাকরণে বিশ্লেষণ করা হয়। সৃষ্টিতত্ত্বের বিচারে ভাষার সৃষ্টি প্রথমে এবং ব্যাকরণ এসেছে ভাষার পথ ধরে। সুতরাং ভাষার ওপর ব্যাকরণ কোনো নিয়মকে চাপিয়ে দেয় না, বরং ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম আবিষ্কার করে। ধারাবাহিক সময়ের আবর্তনে ভাষার অগ্রগতি ঘটে, ঘটে নানা পরিবর্তন-বিবর্তন। সেই বিবর্তনের ধারায় ব্যাকরণ ভাষাকে অনিবার্য সুষ্ঠু নির্দেশনায় করে তোলে গতিশীল ও জীবন্ত। সুতরাং ব্যাকরণ ভাষাকে চলতে নির্দেশ দেয় না কিংবা শাসন করে না, বরং ভাষাই ব্যাকরণকে শাসন করে বা চলতে নির্দেশ দেয়। কিংবা ব্যাকরণ ভাষার বর্ণনা করে মাত্র।

প্রশ্ন : বাংলা ব্যাকরণের পরিধি বা আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

[মা. ২০০০]

অথবা, ব্যাকরণে কী কী বিষয় আলোচিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[কৃ. ০১, ব. ০২]

উত্তর: ব্যাকরণ (বি+আ+কৃ+অন) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

মুনীর চৌধুরীর মতে : “যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।”

বাংলা ব্যাকরণের পরিধি বা আলোচ্য বিষয়—

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যথা :

(ক) ধ্বনি (Sound);

(খ) শব্দ (Word);

(গ) বাক্য (Sentence) এবং

(ঘ) অর্থ (Meaning)।

সব ভাষারই ব্যাকরণে মূলত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়। যথা :

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology);

(খ) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology);

(গ) বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) এবং

(ঘ) অর্থতত্ত্ব (Semantics)।

এতদ্ব্যতীত অভিধানতত্ত্ব (Lexicography), ছন্দ ও অলঙ্কার (Prosody of Rhetoric) ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) আলোচ্য বিষয় : ধ্বনি উচ্চারণ প্রণালি, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক ও বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনি পরিবর্তন ও গ-ত্ব এবং ষ-ত্ব বিধান ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের (Morphology) আলোচ্য বিষয় : শব্দ, শব্দের শ্রেণিবিভাগ, পদের পরিচয়, শব্দ গঠন, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, ধাতু, শব্দরূপ, কারক, সমাস, ক্রিয়াপদ প্রভৃতি শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রমের (Syntax) আলোচ্য বিষয় : বাক্য, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ ও গঠনপ্রণালি, বাক্যের রূপ পরিবর্তন বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

অর্থতত্ত্বের (Semantics) আলোচ্য বিষয় : শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। অভিধানতত্ত্ব ও ছন্দ-অলঙ্কার অংশে অভিধান ও ছন্দের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় এটা অনস্বীকার্য যে, ভাষা পরিবর্তনশীল বহুতা নদীর মতো। তাই প্রতিনিয়ত সেখানে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন মাত্রা। ফলে ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটেছে এবং ঘটতে থাকবে।

জেনে রাখা ভাল :

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ কোনটি?

উত্তর : ব্রাসি হ্যালহেড রচিত ‘এ গ্রামার অব দি বেঙ্গালি ল্যাঙ্গুয়েজ’।

প্রশ্ন : গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর : ১৭৭৮ সালে।

প্রশ্ন : রাজা রামমোহন রায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম কী?

উত্তর : গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর : ১৮৩৩ সালে।

প্রশ্ন : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?

উত্তর : বাংলা ব্যাকরণ।

প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর : ১৯৩৫ সালে।

প্রশ্ন : ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?

উত্তর : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর : ১৯৩৯ সালে।